বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া ২৬শে জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলন ও অষ্ট্রেলিয়া ডে পালন করেছে ।

বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া আয়োজিত ,অষ্ট্রেলিয়ার প্রজাতন্ত্র দিবস তথা অষ্ট্রেলিয়া ডে পালিত হয়েছে ২৬শে জানুয়ারি মঙ্গলবার ।হারুন রশীদ আজাদ এর সভাপতিত্বে সিডনীর রকডেলস্থ হাট-বাজার রেস্তোরায় উক্ত আলোচনায় সকল বক্তগণই আওয়ামিলীগের উদ্দেগে বাংলাদেশ কমিউনিটি থেকে সর্বপ্রথম অষ্ট্রেলিয়া ডে পালনকে স্বাগত জানিয়েছেন । আলোচনার শুরুতে এমন শুভ আয়োজনকে বিশেষ অভিন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ডঃ নার্গিসবানু , আগামি দিনে বৃহত্বর পরিবেশে এদিনটিকে পালনের জন্য তিনি পরার্মশদান করেন ।বিশিষ্ঠ সাংবাদিক কলামিষ্ট ছড়াকার অজয় দাস গুপ্ত ,ভয়েস অব বাংলাদেশ রেডিও এর ডঃ নার্গিসবানু , অজবাংলা ডট কম ও স্বদেশবার্তার সম্পাদক সাংবাদিক লুৎফর রহমান শাওন , বাংলাবার্তার প্রতিনিধি প্রনব কুমার , বিদেশ টিভি'র রহমতুল্লাহ ও শরীফ আহমদ ,ইমিগ্রেশন বিষয়ক কন্সালটেন্ট জাকির হোসেন , হারুন রশীদ আজাদ ,শাহ আলম, আলনোমান শামিম ,। নিউসাউথ ওয়ালস এর স্যাডো মিনিষ্টারের এ্যার্টনি জেনারেল জাষ্টিস এন্ড পলিসি মেম্বার ,সলিসিটর-ব্যরিষ্টার আমজাদ হোসেন খান সভায় উপস্থিত ছিলেন ।
অজয় দাস গুপ্ত সংক্ষেপে অষ্ট্রেলিয়া দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন ,তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন আমরা অষ্ট্রেলিয়া দিবস পালন করলেও এখনো অষ্ট্রেলিয়ান হতে পারিনি । এদেশে বসবাস করিব অথচ অষ্ট্রেলিয়ার সার্থ রক্ষা করবনা ,অষ্ট্রেলিয়ার জাতিয় সঙ্গীত জানবনা তা হতেপারেনা , আমরা শুধু নিচ্ছি , দিচ্ছিনা কিছু নিজদেশকে ভালবাসার মধ্যদিয়ে হলেও আমাদের কে এদেশও ভালবাসতে হবে । বাংলাদেশসম্মন্দে বলতে গিয়ে তিনি বলেন বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে তিন শক্তি, কৃষক , শ্রমিক ,ও প্রবাসের বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থ । সিডনীর তিক্ত অভিজ্ঞতার সুত্র ধরে বলেন অষ্ট্রেলিয়া আওয়ামিলীগ যেন অতিতের মত পকেট সংগঠণে পরিনত নাহয় , সেই দিকটিকে স্মরন রাখার জন্য পরার্মশ দানকরেন ,আলোচনাকালে তিনি সিডনীর কিছু সংগঠকের তীব্র সমালোচনাকরে তিনি বলেন জন সেবার নামে অর্থ আত্মসাতের অনেক নক্কার জনক ঘটনা সিডনীর সুশিল সমাজকে কুলশিত করেছে ।
অজবাংলা ডট কম ও স্বদেশবার্তার সম্পাদক সাংবাদিক লুৎফর রহমান শাওন অষ্ট্রেলিয়া ডে পালনের জন্য আওয়ামিলীগের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান । আলোচনা কালে সিডনীতে আওয়ামিলীগ গঠণের নেপথ্য কথা ও তথ্যাদি তুলে ধরেন ।
রহমতুল্লাহ বাংলাদেশ কমিউনিটিতে প্রথমবারের মত দিবসটি পালনের জন্য ধন্যবাদজানান । বিদেশ টিভি তে অনুষ্ঠান প্রচারের ও অনুষ্ঠানমালার সমস্যাদি তুলে ধরেন ।

হারুন রশীদ আজাদ বলেন মতভেদে ১৭৮৮ সালে বৃটিশ নৌ-রণতরী অষ্ট্রেলিয়ার মাটি স্পর্স করে দাবির ভিত্তি বলা হলেও এর অনেক আগে থেকে এই ভুমিতে জনবসতি ছিল যাদেরকে আদিবাসি অথবা এর্বোজিনাল বলে আমরাজানি, তাছাড়া স্বর্ন রুপা মুক্তা ও মুল্যবান পাথর কুড়াতে এশিয়া ও গ্রীক বাসিদের আনাগোনার কথাও ইতিহাস থেকে জানাযায় ।তবে বৃটিশদের অষ্ট্রেলিয়ায় তাদের স্থায়ী বসতির ইচ্ছা থেকেই গর্ভনর লেখলেম মেক্যুয়ারি ১৭৮৮ সালের ২৬শে জানুয়ারিকে কে মাইল ফলক হিসাবে ঘোষনা করে অষ্ট্রেলিয়া দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেন ।

তবে অষ্ট্রেলিয়া দিবসটি যেমন বহুজাতিক সাধারন নাগরিকদের কাছে অতিব খুশির দিন পাশাপাশি আদিবাসিদের শোকের দিন বললেও ভুল হবেনা কারণ সভ্যতার দাবিদার বৃটিশ বাহিনীর হাতে তখন থেকেই আদিবাসিদের জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে , প্রতি মুর্হুতে তারা বারুদের গন্ধ আর আপনজনের প্রাণবদের সংবাদের অপেক্ষা করতে শুরু করেন । বৃটিশ সেনা শক্তি এমাটিতে পাঁ না রাখলে আধুনিকতার ছোঁয়া না পেলেও তাদের মাছমেরে খাওয়ার সুখ আর আনন্দ বিঘ্নিত হতনা ।তবে আজকের সভ্যতায় অষ্ট্রেলিয়া বহুজাতিক রাষ্ট্র ও হিসাবে গর্বকরার যে ইতিহাস ধারন করে আসছে তাও গর্বকরারমত!

বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া যথাযোগ্য মর্যদার সাথে অষ্ট্রেলিয়ার প্রজাতন্ত্র দিবসে আলোচনা সভা , সাংবাদিক সম্মেলন ও নৈশ ভোজের আয়োজন করেছিলেন ।রকডেলস্থ হাটবাজার রেস্তোরায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় , উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকগণ বাংলাদেশ আওয়ামিলীগের সাংগঠণিক বিভেদ ও দন্দ্ধ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন । প্রথর্মাধে ভয়েস অব বাংলাদেশ এর পরিচালক ডঃ নার্গিসবানু সিডনীতে একই নামে বিভিন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠণ কেন হচ্ছে জানতে চাইলে সভাপতি ও আওয়ামিলীগের আহবায়ক হারুন রশীদ আজাদ বলেন এটা আর্দশের লড়াই নয় , নেতৃত্বের দুর্বলতা আর ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সংগঠণকে পকেট সংগঠণ হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে,এমন সব হচ্ছে । দীর্ঘদিন যারা সংগঠণকে সংকুচিত করে নিজ নিয়ন্ত্রনে রাখতে দলকে প্রতিভাবাণ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করে তাদের জন্যই এমন সংকট সৃষ্টি হচ্ছে ।অজয় দাস গুত অভিযোগ করে বলেন সিডনীতে কিছু ব্যাক্তি বিশেষ ,দল ও সংগঠণের নামে কমিউনিটির ভালর চেয়ে বেশী ক্ষতিকরছে তাদের সম্মন্দে আপনাদের ধারনা কি ? -তাদের এড়িয়ে চলা । ডঃ নার্গিস বানুর সম্পুরক প্রশ্ন থেকে অজয়দাস গুপ্ত জানতে চান আওয়ামিলীক কি আবার পকেট সংগঠণে পরিনত হবে কি-না ? হারুন রশীদ আজাদ বলেন ,আমরা আওয়ামিলীগকে নতুন করে সাজাতে এব নবীন-প্রবীনের সংমিশ্রনের লক্ষে আহবায়ক কমিটি গঠণ করেছি সর্ব সাধারনেরমধ্যথেকে নতুন মুখ তুলে আনতে উম্মোক্ত রেখেছি দলের প্রতিটিপদ, যাতে করে ,দলে যোগ্য নেতৃত্ব ও গণতান্ত্র চর্চায় প্রাতিষ্ঠানি ভাবে শক্তিশালি হতে পারে ।অতিতের কলংকময় নেতৃত্ব থেকে দল আধুনিকতার র্স্পস পায় ।দলের বর্তমান দুটি অস্থায়ি পদ ছাড়া সকলেই সদস্য রয়েছেন । সাময়িক কাজ সম্পাদনের জন্য যখন যেমন, তখন তেমন, ভিত্তিতে ওর্য়াকি কমিটি করে কাজ চালানো হচ্ছে ।এখন থেকে নেতৃত্ব দেওয়া ও পদাধিকারের যোগ্য বিবেচনায় যে কোন সদস্য , প্রার্থী পদে আবেদন করার অধিকারি হবেন । অতিতের মত ব্যক্তি বিশেষের ''ইচ্ছা খুশি''র কমিটি এখনকার পরিস্থিতে গ্রহনযোগ্য নয় ।
প্রশ্ন পর্বের আর ও উত্তরদেন দলের সদস্য সচিব শাহ আলম ।
কর্নফুলি ডট কম এর সম্পাদক বনি আমিন উপস্থিত ছিলেন তবে আলোচনায় অংশ নেননি ।অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন আল নোমা শামীম ও মোসলেউর রহমান খুশবু ।